ঝিনাইদহে বিএনপি নেত্রীর করোনা কালে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

ঝিনাইদহ জেলা জিয়া পরিষদের জ্যেষ্ঠ সহ সভাপতি সাহিদা ইসলাম শিরিনের ব্যক্তিগত উদ্যোগে ২১৬জন দরিদ্রের মাঝে মহামারি করোনার সময় এই খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন।

মঙ্গলবার সকাল থেকে শহরের হামদহ খন্দকার পাড়ার নিজ বাসায় এ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন।

এসময় সাহিদা ইসলাম শিরিন বলেন, আমার ব্যক্তিগত উদ্যোগে এ মহামারি করোনার সময় দরিদ্র মানুষের পাশে দাড়াতে পেরে অনেক ভালো লাগছে। দরিদ্র অসহায় মানুষের পাশে দাড়াতে সমাজের বিত্তশালীদের আহবান জানান তিনি।

বিতরণকৃত খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে ১০কেজি চাল, ১কেজি মসুর ডাল, ১কেজি তেল।

হেফাজতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বরদাশত করা হবে না: আল্লামা শফী

হেফাজতের বিরুদ্ধে কোনো দুষ্টচক্রের ষড়যন্ত্র বরদাশত করা হবে না মন্তব্য করেছেন হেফাজতের আমীর আল্লামা শাহ আহমদ শফী।

সোমবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ মন্তব্য করেন তিনি।

আল্লামা শফী বলেন, ‘হযরত রাসুলে কারিম (স) শান-মান, সাহাবায়ে কিরামের আজমতসহ ইসলামের ইজ্জত-সম্মান ও প্রাধান্য সুরক্ষায়

হেফাজতে ইসলামের আত্মপ্রকাশ। জাতির এক ক্রান্তিলগ্নে দেশের নাস্তিক্যবাদী অপশক্তি যখন প্রকাশ্যভাবে আল্লাহ ও তার রাসুল (স) এবং ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়াবলীর সুস্পষ্ট বিদ্রোহ ঘোষণা করে, অপমানকর বক্তব্য প্রদান করে, তখনই হেফাজতে ইসলাম এসবের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে।’

তিনি বলেন, ‘দেশের কোটি কোটি মানুষের ঈমান-আকিদা ও ইসলামী মূল্যবোধ সুরক্ষায় রাজপথে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দেয় এই সংগঠনের কর্মীরা। আবারও যদি কেউ আল্লাহ ও তার রাসুল (স), সাহাবায়ে কিরাম তথা ইসলামের বিরুদ্ধে কোন কথা বলে হেফাজতে ইসলাম পুনরায় গর্জে উঠবে।’

আল্লামা শাহ আহমদ শফী বলেন, ‘নাস্তিক্যবাদী অপশক্তি প্রকাশ্যভাবে হেফাজতে ইসলামের মোকাবিলা করতে পারবে না। ইসলাম বিরোধী ওই অপশক্তি প্রকাশ্য মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে ইদানিং পেছনের দরজায় হামলা করছে বলে মনে হয়। হেফাজতের ভেতরে ঘাপটি মেরে বসে থাকা একটি সিন্ডিকেট জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে আজ নাস্তিক্যবাদীর খেলনায় পরিণত হয়েছে। তারা ভেতরে থেকে হেফাজতে ইসলাম, হেফাজতের ত্যাগী নেতাদের, আমার ও আমার ছেলের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লিপ্ত রয়েছে।’

তিনি বলেন, ‘ভেতর থেকে এসব অপপ্রচার করে তারা হেফাজতে ইসলামকে দুর্বল করতে চায়, সংগঠনটির ইমেজ নষ্ট করতে চায় এবং জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা চালাতে চায়।’

বিবৃতিতে আল্লামা শফী বলেন, ‘কোনো সিন্ডিকেট, অপশক্তির ষড়যন্ত্রই এ দেশের ঈমান রক্ষার আন্দোলন হেফাজতে ইসলামকে ধ্বংস করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। বরং তারাই ধ্বংস হয়ে যাবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘হেফাজতের বিরুদ্ধে কোন দুষ্টচক্রের ষড়যন্ত্র বরদাশত করা হবে না।’

তিনি ষড়যন্ত্রকারী দুষ্টচক্র কর্তৃক হেফাজতে ইসলামের ভেতরকার কল্পিত বিরোধের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য সকলকে আহবান জানান।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

করোনাভাইরাস পরীক্ষায় ফি আরোপ করা গণবিরোধী সিদ্ধান্ত : রিজভী

অবিলম্বে করোনাভাইরাস টেস্টের ফি বাতিল করে বিনামূল্যে নাগরিকদের টেস্টের ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেছেন, করোনাভাইরাস পরীক্ষায় কি নির্ধারণ গণবিরোধী সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত বাতিল করে সারাদেশে বিনামূল্যে করোনাভাইরাস টেস্টের ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাই।

আজ শনিবার নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক ভিডিও কনফারেন্সে তিনি এসব কথা বলেন। রুহুল কবির রিজভী বলেন, বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী এবং তার দলের নেতা মন্ত্রীরা প্রায়শঃই দাবি করে বলেন, বিশ্বে বাংলাদেশ নাকি রোল মডেল। কীসের জন্য বাংলাদেশ মডেল? স্বীকার করতেই হবে বাংলাদেশ এখন দুর্নীতির জন্য সারা বিশ্বের কাছে মডেল। কারণ এরা যেমন ‘স্বর্ণের মেডেল’ থেকে স্বর্ণ চুরি করে আবার করোনায় বিপর্যস্ত মানুষের জন্য বরাদ্দ করা ত্রাণের চাল চুরি ও নকল মাস্কের ব্যবসা করতেও রোল ‘মডেল’ হয়েছে। এখন মরণঘাতী করোনা মহামারীর ভাইরাস পরীক্ষার ওপর ২০০ টাকা ফি আরোপ করার সিদ্ধান্ত বিস্ময়কর। এমনিতেই অর্থনৈতিক সংকট চরমে। মানুষের ঘরে খাবার নেই। হাসপাতালের দ্বারে দ্বারে ঘুরে অসহায়ভাবে পথে-ঘাটে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। প্রয়োজনের তুলনায় পরীক্ষাও হচ্ছে নামমাত্র। এরমধ্যে এই গণবিরোধী সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো।

তিনি আরও বলেন, মহামারির চিকিৎসা কখনো ব্যক্তিগত উদ্যোগে হয় না। করোনা মহামারীর চিকিৎসার সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাষ্ট্রের। বিশ্বের কোথাও সরকারিভাবে কোভিড টেস্টে অর্থ নেয়া হয় না। বিশ্বে সবচেয়ে বেশি কোভিড টেস্টের রেকর্ড দক্ষিণ কোরিয়ার। তারা দিনে ১ লাখের উপর মানুষের কোভিড টেস্টও করেছে। এমনকি এন্টিবডি টেস্টও করেছে। তাদের সমস্ত টেস্টই বিনা মূল্যে করা হচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে গরীব দেশ আফগানিস্থানে কোভিড টেস্ট বিনামূল্যে

করা হচ্ছে। এমনকি বিশ্বের সবচয়ে গরীব দেশ পশ্চিম আফ্রিকার বুরকিনা ফাসো কোভিড টেস্ট বিনামূল্যে করা হয়। আমাদের প্রতিবেশী কোন দেশেই টেস্ট করাতে ফি নেয় না। উপরন্তু প্রায় প্রতিটা দেশের সরকার স্বেচ্ছাসেবীদের ঘরে ঘরে পাঠাচ্ছে নমুনা সংগ্রহে। টেস্ট করাতে জনগণকে উৎসাহিত করতে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আর আমাদের দেশের শাসকগোষ্ঠী এই মহামারিকেও বানিয়েছে মুনাফা অর্জনের উপলক্ষ। এরা কতটা অমানবিক তার নিকৃষ্টতম প্রমাণ এই ফি ধার্য।

রিজভী বলেন, যেখানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং সব বিশেষজ্ঞ করোনা সংক্রমণ রোধে টেস্ট বৃদ্ধি করাকেই প্রধান অবলম্বন বলছেন, সেখানে টেস্ট করাতে ফি ধার্যের সিদ্ধান্ত কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না। এতে নিম্ন আয়ের মানুষেরা উপসর্গ থাকার পরও করোনা পরীক্ষা করাতে পারবেন না। তাদের চিহ্নিত করে কোয়ারেন্টাইন বা আইসোলেশন করা যাবে না। এতে সংক্রমণ দ্রুত বাড়তে থাকবে। লাশের মিছিল কেবল দীর্ঘতর হবে। দীর্ঘদিন যাবৎ ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত বন্ধ, মানুষের আয়ের উৎস থেমে গেছে। এমনিতে বেসরকারি হাসপাতালগুলো সরকার নির্ধারিত সাড়ে ৩ হাজার টাকায় কোভিড টেস্ট করছে না। যে যার মতো ৫-৬ হাজার টাকা পর্যন্ত জনগণের পকেট কেটে নিচ্ছে। সরকার তা নিয়ন্ত্রণের কোনো চেষ্টাই করছে না, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সমস্ত মনোযোগ দুর্নীতি আর লুটপাটে।

রিজভী বলেন, একটি হাসপাতালে ডাক্তার-নার্সদের খাবার-দাবারের বিল ২০ কোটি টাকা দেখালেও অভিযুক্ত স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলছেন, কোন দুর্নীতি হয়নি। অথচ প্রধানমন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে এই ২০ কোটি টাকার দুর্নীতি নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করলেও কোন ব্যবস্থা নেয়ার কথা এখনও শোনা যায়নি। সরকার চারিদিক থেকেই শুধু স্বল্প আয়ের মানুষেরই পকেটে হাত দিচ্ছে। এমনিতেই করোনার অভিঘাতে আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত সাধারণ মানুষ, এর ওপর বিদ্যুৎ, জ্বালানী, গ্যাস ও পানির মূল্য বৃদ্ধিতে তারা দিশেহারা, এর সাথে করোনা টেষ্টের ফি ২০০ টাকা ধার্য করে সরকার এখন ভ্যাম্পায়ারের ন্যায় রক্তচোষার ভূমিকায়।

তিনি বলেন, কোনো নাগরিক যদি টাকার অভাবে করোনাভাইরাস টেস্ট করতে না পেরে নিজ দেহে করোনা ভাইরাস বহন করে বেড়ায় তাহলে একজন নাগরিক শুধু নিজেরই ক্ষতি করছেন না তিনি অন্যের জন্যও ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবেন। এ কারণেই বিষয়টি নাগরিকদের দায়-দায়িত্বের উপর ছেড়ে না দিয়ে বরং এটি রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব, জনস্বার্থে রাষ্ট্র নিজ উদ্যোগে নাগরিকদের বিনামূল্যে করোনা ভাইরাস টেস্ট করানোর

সুযোগ সহজ করবে।

বিএনপির এই নেতা আরও বলেন, এই সরকার নিজেরাও পরিস্থিতি সামাল দিতে পারছে না। বিরোধী দল কিংবা বিশেষজ্ঞদের মতামতকেও তোয়াক্কা করছে না। জনগণের দল বিএনপির পক্ষ থেকে আমরা করোনা পেন্ডামিক ইস্যুতে সরকারকে বরাবরই সহযোগিতা করতে চেয়েছি। সঠিক পরামর্শ দেয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সরকার সেগুলো কানে নেয়নি।

সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, যে কোনো উপায়ে টাকা আয় করে দলীয় নেতাকর্মীদের লুটপাটের সুযোগ এবং বিদেশে পাচার করে দেয়াই যেন এই সরকারের নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষকে গুম-খুন-হত্যা করে, মানুষকে ভয় দেখিয়ে এই সরকার নিজেরাই নিজেদের মেয়াদ বাড়িয়ে সময় পার করছে বটে কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে এই সরকারের অদক্ষতা, অজ্ঞতা, অব্যবস্থাপনার খেসারত নাগরিকদের হয়তো জীবনের বিনিময়ে দিতে হবে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

খালেদা জিয়ার সময় কাটছে যেভাবে

দুই বছরের বেশি সময় ধরে কারাবন্দি থাকার পর মানবিক কারণে দণ্ড স্থগিত করে শর্ত সাপেক্ষে ৬ মাসের জন্য মুক্তির তিন মাস পেরিয়েছে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার। গত ২৫ মার্চ থেকে গুলশানের বাসা ফিরোজায় আছেন তিনি।

বিএনপি চেয়ারপারসনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক টিমের অন্যতম প্রফেসর ডা. জাহিদ হোসেন বলেন, ‘ওনার স্বাস্থ্যের অবস্থা স্থিতিশীল। উন্নতি হয়নি আবার অবনতিও হয়নি। পূর্ণ সুস্থতার জন্য দীর্ঘ সময় লাগবে। আধুনিক চিকিৎসারও প্রয়োজন হবে। বাসায় থেকে সেটি সম্ভব হচ্ছে না।’ ৭৫ বছর বয়সি খালেদা জিয়া রিউম্যাটয়েড আথ্রাইটিস, ডায়াবেটিস, চোখ ও দাঁতের সমস্যায় ভুগছেন।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, করোনা পরিস্থিতির কারণে বিদেশে চিকিৎসার জন্য যেতে পারছেন না তিনি। তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সরকারের কাছে অনুমতি চাইবেন চিকিত্সা নিতে বিদেশে যাওয়ার জন্য। লন্ডনে

যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

এদিকে করোনার মধ্যে আত্মীয়দের সান্নিধ্যে সময় কাটছে খালেদা জিয়ার। প্রায় প্রতিদিনই বিকেল বা সন্ধ্যায় ফিরোজায় যান বোন সেলিমা ইসলাম, ভাই শামীম এস্কান্দার ও তার স্ত্রী কানিজ ফাতেমা। মাঝেমধ্যে যান ভাতিজা শাফিন এস্কান্দার ও তার স্ত্রী অরনী এস্কান্দার, ভাতিজা অভিক এস্কান্দার ও ভাগ্নে শাহরিয়া হক। এ ছাড়া তার সময় কাটে নামাজ-এবাদত, পত্র-পত্রিকা পড়ে ও টিভি দেখে। খালেদা জিয়া নিয়মিত ফোনে লন্ডনে তার বড় ছেলে তারেক রহমানের সঙ্গে কথা বলেন। কুশল বিনিময় করেন পুত্রবধূ ডা. জোবাইদা রহমান ও নাতনি জাইমা রহমানের সঙ্গে। ছোট ছেলে মরহুম আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গেও প্রতিদিন কথা বলেন বেগম জিয়া। প্রয়োজন মতো দলের নেতাদের সঙ্গেও কথা বলছেন।

জানা গেছে, ২৫ সেপ্টেম্বর তার মুক্তির সময়সীমা ৬ মাস শেষ হওয়ার আগেই মেয়াদ বৃদ্ধি এবং দণ্ডাদেশ বাতিলের আবেদন করা হতে পারে।

সূত্র- ইত্তেফাক

আওয়ামী লীগ নেতার জীবন নিয়ে খেললো পার্কভিউ হাসপাতাল, বিনাচিকিৎসায় মৃত্যু

সাতদিন ধরে হার্টের চিকিৎসা নিয়ে সন্ধ্যায় হাসপাতাল ছেড়েছেন রোগী। রাতে শ্বাসকষ্ট বেড়ে গেলে সকালে আবার নিয়ে আসা হয় একই হাসপাতালে। কিন্তু দুই ঘণ্টা যাবৎ তারা রোগীকে ভর্তি নেয়নি। এক পর্যায়ে হাসপাতালের জরুরি বিভাগেই তার মৃত্যু হয়। তিনি হার্টের রোগী ছিলেন।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে নগরীর পার্ক ভিউ হাসপাতালে এমন ঘটনা ঘটেছে। এর আগেও তারা এই রোগীকে ভর্তি নেয়নি প্রথমে। পরবর্তীতে এক সাবেক ছাত্রনেতার হস্তক্ষেপে রোগী ভর্তি নেয় কর্তৃপক্ষ।

বিনা চিকিৎসায় মারা যাওয়া ব্যক্তির নাম মোহাম্মদ হোসেন। তিনি চট্টগ্রামের কর্ণফুলী থানার শিকলবাহা ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি।
মোহাম্মদ হোসেনের ভাতিজা ইসহাক ইমন বলেন, ‘বুধবার সন্ধ্যায় আমার চাচাকে পার্কভিউ হাসপাতাল থেকে বাসায় নিয়ে যাই। রাতে ওনার শ্বাসকষ্ট বেড়ে গেলে আজ সকাল ৭ টার দিকে আবার পার্কভিউ হাসপাতালে নিয়ে আসি। কিন্তু এবার তারা রোগী ভর্তি নেয়নি। দুই ঘণ্টা ধরে তারা রোগীকে দেখতেও আসেনি। এক পর্যায়ে ডাক্তার আশরাফ এসে বলে উনি করোনা সাসপেক্টেড। আইসিইউ লাগবে। এরপর বলে একবার ৪ তলায় যান, আবার বলে ৮ তলায় যান। এভাবে করতে করতে রোগী মারাই গেল।’

তিনি আরও বলেন, ‘এক সপ্তাহ আগেও তারা আমার চাচাকে ভর্তি নেয়নি। পরে নুরুল আজিম রনি ভাইয়ের হস্তক্ষেপে তারা ভর্তি নেয়।’

এ বিষয়ে মহানগর ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক নুরুল আজিম রনি বলেন, ‘১৫ জুন বুকের ব্যথা নিয়ে এই রোগী উক্ত হাসপাতালে আসলে সিট না দেওয়ার অভিযোগ এনে রোগীর স্বজন আমাকে ফোন করেছিল। সেদিন আমি হাসপাতালের দায়িত্বরতদের সাথে ফোনে কথা বলে একপ্রকার জোর করে রোগীর সিট ম্যানেজ করে দিয়েছিলাম। এরপর এই রোগী সুস্থ হলে ২০ জুন বাড়ি চলে যায়। পরবর্তীতে ২৬ জুন পুনরায় অসুস্থ হলে এই রোগীকে আবারো পার্ক ভিউ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বুধবার সন্ধ্যায় রোগীকে রিলিজ করলে আত্মীয়রা বাড়ি নিয়ে যায়। কিন্তু বৃহস্পতিবার ভোরে পুনরায় এই রোগী বুকের ব্যথা অনুভব করলে পার্কভিউ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সকাল ৭টা থেকে দুই ঘণ্টা উক্ত রোগীকে ইমার্জেন্সিতে রাখলেও হার্টের কোনো চিকিৎসা দেওয়া হয়নি। উল্টো বুধবার সন্ধ্যায় রিলিজ হওয়া এই হার্টের রোগীকে করোনা উপসর্গের রোগী বলে হাসপাতালের দায়িত্বরতরা চিকিৎসাদানে বিরত থাকেন। পরবর্তীতে বুকের ব্যথায় কাতর এই রোগী বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করেন।’

এ বিষয়ে জানতে সিএমপির উপ কমিশনার (উত্তর) বিজয় বসাক বলেন, ‘আমরা এ ধরনের কোনো অভিযোগ পাইনি। স্বজনরা অভিযোগ করলে আমরা ব্যবস্থা নিব।’

পার্কভিউ হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. রেজাউল করিমকে মুঠোফোনে কল দিয়েও পাওয়া যায়নি।

সূত্র: বিডি-প্রতিদিন

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

বার্ষিকী পালন

মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের উদ্যোগে আওয়ামীলীগ এর ৭১ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর বাস ভবন চত্বরে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সিনিয়র সহ সভাপতি আব্দুল হালিম এবং দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক।

পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগ। এসময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন, জেলা আওয়ামীলীগের সিনিয়র সহ সভাপতি আব্দুল হালিম, সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, যুগ্ম সম্পাদক অ্যাড.ইব্রাহীম শাহীন।

উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের সহ সভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, প্রচার সম্পাদক বুলবুল, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামিলীগের সাধারণ সম্পাদক আমাম হোসেন মিলু, আওয়ামী লীগ নেতা কাজী শহীদ, আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম, যুব মহিলালীগ নেত্রী ও জেলা পরিষদের সদস্য শামীম আরা হীরা, শামিউন বসিরা পলি, সোভা মন্ডল, তাসলিমা, কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি আদিব হোসেন আসিফ, ছাত্রলীগ নেতা আসিফ ইকবাল অনিক প্রমুখ।

মেপ্র/এমএফআর

করোনাভাইরাসের মতো সরকার জনগণের শ্বাস চেপে ধরেছে: রিজভী

করোনাভাইরাস যেমন মানুষের নি:শ্বাস বন্ধ করে দেয় ঠিক তেমনিভাবে সরকারও জনগণের শ্বাস চেপে ধরেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির

সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

সোমবার নয়াপল্টনে বিএনপি’র কেন্দ্রীয় কার্যালয় ভিডিও কনফারেন্সে তিনি এসব কথা বলেন।

রুহুল কবির রিজভী বলেন, সরকার চলছে হুকুমবাদের মনোভাব ও বাধ্যকরণের নীতির বাস্তবায়নের মাধ্যমে। তাদের আর একটি প্রধান নীতি হচ্ছে জনগণকে বশ মানাতে বলপ্রয়োগ করা। সরকারের অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্তের কারণে গ্রামে গ্রামে নীরবে ছড়াচ্ছে করোনাভাইরাস। ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশই এখন কোভিড-১৯ ভাইরাসের দখলে। ঢাকার পরিস্থিতি ভয়াবহ ও বিপজ্জনক।

করোনার অভিঘাতে দেশব্যাপী প্রায়-দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছে। অর্থনীতির চাকা স্তিমিত, আমদানীর পাশাপাশি রফতানী আরও আশঙ্কাজনক হারে কমছে, ধসে গেছে রেমিটেন্স। করোনার কারণে চাহিদা ও ভোগ হ্রাস পাওয়ায় কর্মহীন হয়ে পড়েছে জনগোষ্ঠীর একটি বিশাল অংশ। মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন আয়ের মানুষদের চোখে সর্ষে ফুল দেখার দশা। এর ওপর ফ্যাসিবাদের অবয়ব চূড়ান্ত রুপ ধারণ করেছে।

তিনি বলেন, সরকার তাদের সৃষ্ট শূন্যভান্ডার পূরণ করতে মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে নিম্ন আয়ের মানুষের গলায় ছুরি বসিয়ে টাকা আদায় করছে। করোনা মহামারীর এই প্রলয়ংকারী দুর্যোগের সময় সুষ্ঠু ভোটে নির্বাচিত দায়িত্বশীল সরকার থাকলে বিদ্যুৎ বিল মওকুফ, বাড়ি ভাড়ার বিষয়ে সহায়তা করা, বিনামূল্যে করোনা চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে সহায়তা করতো।

বিএনপি’র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, করোনা ভাইরাস যেমন মানুষের নি:শ্বাস বন্ধ করে দেয় ঠিক তেমনিভাবে সরকারও জনগণের শ্বাস চেপে ধরেছে। সরকার এতোটাই নির্বিবেক ও বেপরোয়া যে, হরিলুট হওয়া সরকারী অর্থের ঘাটতি পূরণে গরীব মানুষের শরীর থেকে রক্ত টেনে নিচ্ছে।

এই করোনাকালে আমরা বেশ কয়েকজন মানবিক বাড়ীওয়ালা দেখেছি যারা ভাড়াটিয়াদের বাড়ীভাড়া মওকুফ করে দিয়েছেন। আবার অনেক বাড়ীওয়ালা ভাড়াটিয়াদের সাথে করছে নির্দয় আচরণ। ভাড়াটিয়ারা খুবই আতঙ্কের মধ্যে আছে, কখন তাদেরকে বাসা থেকে বের করে দেয়। সরকার বিদ্যুৎ-গ্যাসের দাম বৃদ্ধিতে বাড়ীওয়ালারাও ভাড়াটিয়াদের কাছ থেকে নানাভাবে মাশুল আদায় করছে অন্যায়ভাবে। যারা ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহিতা

তাদের সুদ মওকুফের ঘোষণা দেয়া হলেও নির্দয়ভাবে সুদ আদায় করা হচ্ছে।

এই সরকার দেউলিয়া হওয়া অর্থনীতি সচল রাখার জন্য স্বল্প আয়ের মানুষদের মাটির সাথে মিশিয়ে দিচ্ছে। বর্তমান দুর্নীতি-বান্ধব সরকার দেশের ভঙ্গুর অর্থনীতি, করোনার আঘাতে দেশের বেহাল দশা ও প্রায়-দুর্ভিক্ষাবস্থা ঠেকাতে ‘কোড অব সাইলেন্স’ প্রয়োগ করছে। অসহায় মানুষকে নীরবে সইতে হচ্ছে ক্ষুধা ও জুলুমের যন্ত্রণা। অসম্ভব হয়ে পড়েছে মানুষের জীবন-যাপন। সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

মেহেরপুরে আ’লীগ নেতার মৃত্যুতে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর শোক

মেহেরপুরে করোনা ভাইরাসে সংক্রামিত হয়ে জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক অর্থ সম্পাদক আব্দুল মহি লাল্টুর(৬৫) মৃত্যুতে গভির শোক প্রকাশ করেছেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেন এমপি।

শনিবার সকালে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার মাধ্যমে শোকাতর পরিবারের প্রতি গভির সমবেদনা জানিয়েছেন। সেই সাথে মৃতের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন। একই সাথে মেহেরপুরের সকল জনগনকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, শনিবার ভোরে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আব্দুল মহি লাল্টুর মৃত্যু হয়। আব্দুল মহি মেহেরপুর শহরের নতুন পাড়ার মৃত মোহর আলী মুক্তারের ছেলে।

মেপ্র/এমএফআর